দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... MAY-29 1999

১২৬

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আহমদ শরীফ

পূর্ব প্রকাশিতের পর

১০। ব্যক্তির অনুসন্ধিৎসা ও সকল জিজ্ঞাসার সদুত্তর প্রাপ্তির জন্য তাকে আত্মসচেতন ও সৃষ্টির রহস্যের উপর চিন্তা ও গবেষণা করার যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

১১। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর সুষ্ঠু সংরক্ষণ এবং তা মানব কল্যাণে ব্যবহার করার জন্য ব্যক্তিকে আত্মসচেতন ও দায়িত্বশীলরূপে গড়ে তোলা।

খ) সমাজভিত্তিক ঃ

১। সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার, অজ্ঞতা, মিথ্যা ও অন্যায়ের বিদূরণ করে সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ ও সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

২। সামাজিক জীবনে মানুষের দুঃখ-দৈন্যদশার অবসানকল্পে একের প্রতি অপরকে সহমর্মী, দয়ার্ত ও সহানুভূতিশীলরূপে গড়ে তোলা এবং সমাজ জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করা।

৩। মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ব্যক্তিকে সুযোগ্য ও সক্ষম করে গড়ে তোলা।

৪। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সকল নর-নারীকে হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, পরশ্রীকাতরতা হতে মুক্ত করে পবিত্র জীবনযাপনে সক্ষম করে গড়ে তোলা।

৫। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বাধার সৃষ্টি না করা এবং প্রত্যেকেরই রাজনৈতিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সমুন্নত ও অক্ষুণ্ণ রাখা।

৬। নারী সমাজের সকল প্রকার দুর্গতি ও দুর্দশার অবসানকল্পে তাদের সার্বিক উন্নতি তথা ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করা এবং তাদেরকে সমাজ জীবনে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

ঙ) অর্থনৈতিক ঃ

১। সমাজের বিত্তশালীদের উদ্বৃত্ত সম্পদ, অসহায়, দুস্থ মানুষের মাঝে আল্লাহ প্রদত্ত নির্ধারিত নিয়মে বন্টনের অনুপ্রেরণা ও দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা এবং মানুষের অন্তর আত্মাকে কৃপণতার কলুষ কালিমা থেকে মুক্ত করে পবিত্র, মহৎ ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা।

২। ব্যক্তি বিশেষের হাতে ধন-সম্পদ কুক্ষিগত হওয়া অবসানকল্পে সকলের মাঝে বন্টনের সুব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার সুষম পুনর্বিন্যাস ও উন্নতি সাধন এবং সম্পদশালী ও সম্পদহীন এ শ্রেণীভেদ বিলুপ্ত করে সম্পদের উপর সকলের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা। ৩। উৎপাদন ক্ষেত্রে মুসলিম, অমুসলিম সকলেরই সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা।

চ) রাজনৈতিক ঃ

১। সার্বভৌমত্বের প্রকৃত মালিক আল্লাহ এবং রাজত্ব তাঁরই— মানব মনে এ উপলব্ধি বোধ জাগ্রত করা এবং আল্লাহ প্রদত্ত অহীর বিধান কিতাব ও সুন্নাতের সর্বোচ্চ অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তিময় মানব কল্যাণকামী আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা।

২। ক্ষমতার মোহে উন্মত্ত, ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারকারী, জুলুমশাহী ও স্বৈরাচারী, অসৎ নেতৃত্বের অবসানকল্পে নির্লোভ প্রতিভাদীপ্ত, ঈমানের বলে বলিয়ান, আল্লাহ ভীতিপরায়ণ, অভিভাবক সুলভ দায়িত্বশীল, সৎ যোগ্য ও সুদক্ষ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

৩। একের উপর অপরের প্রাধান্য বিস্তার, সবল কর্তৃক দুর্বলের অধিকার হরণ অবসানকল্পে আল্লাহ প্রদত্ত অহীর বিধান তথা সুসংগত ও শাশ্বত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং মানব অধিকার সুনিশ্চিত করা।

৪। সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস জনগণ ও ভ্রান্ত মতবাদের বিলোপ সাধনে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫। স্রষ্টা জানা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে কুরআন ও হাদীসভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা পরিচালনার প্রয়াস চালানো।

ছ) বিজ্ঞান বিভত্তিক ঃ

১। প্রাণ সম্পদে সমৃদ্ধ এ বিরাট পৃথিবী ও মহাবিশ্বের সমুদয় সৃষ্টিরাজির সৃষ্টির মূলে সর্বজ্ঞ পরাক্রমশালী ও মহাবৈজ্ঞানিক এক সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই রয়েছেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের মাঝে এ শাশ্বত মহাসত্যের উপলব্ধি বোধ জাগ্রত করা।

২। এক অদৃশ্য মহাশক্তির আধার মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও প্রভুত্বের অধীনে বিশ্বজগত, সৌরজগতের সকল কিছু এবং প্রাণী, উদ্ভিদ ও জড়বস্তু মাত্রই সুশৃংখল নিয়মের বন্ধনে থেকে সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে এ বাস্তব সত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে মানুষকে তাঁর একত্ব ও মহিমার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ও আস্থাশীলরূপে গড়ে তোলা।

৩। মানুষের পার্থিব জীবনের দৃশ্য-অদৃশ্য, প্রকাশ্য-গোপনীয় সকল ক্রিয়াকর্মই মৃত্যুর পরজীবনে প্রকাশিত হবে এবং তার হিসাব-নিকাশের ফলাফলের ভিত্তিতে অনন্তকালব্যাপী স্থায়ী জীবন নির্ধারিত হবে এ সুকঠিন সত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তব প্রমাণ প্রদানের মাধ্যমে মানুষের মাঝে কৃতকর্মের জবাবদিহি মনোভাব সৃষ্টি করা।

৪। সৃষ্টি রাজির সকল সৃষ্টিই সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির তরে নির্দেশ পালনে রত তথা তাঁর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ এ সমুজ্জ্বল সাক্ষের বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও প্রমাণের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের মৌল কাঠামোর ভিত্তিতে জীবন যাপনের অনুপ্রেরণা দান করা এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য এ উপলব্ধি বোধ জাগ্রত করা।

৫। মানুষের সুতীব্র অনুসন্ধিৎসা ও আশা-আকাংক্ষা এবং নব জীবনে নিত্যদিনের চাহিদা পূরণকল্পে সৃষ্টিরাজির সমুদয় বস্তুসমূহের মধ্যে নিহিত মানুষের অজানা ও অদৃশ্য কল্যাণসমূহ আবিষ্কার করার লক্ষ্যে মানুষকে সুতীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্ন চিন্তাশীল, অনুসন্ধানী ও আবিষ্কারক হিসেবে গড়ে তোলা।

৬। মানুষকে জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহ দানের মাধ্যমে মহান আল্লাহর লীলা বৈচিত্র্যময় মহাসৃষ্টির উপর গবেষণা ও অনুসন্ধান করার যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

৭। বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিত্যনতুন জিনিস আবিষ্কার করে মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদা, কৌতূহল ও আকাংক্ষা নির্বৃত্ত করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করা।

৮। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহর হুকুমের আওতাধীনে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে ব্যবহার করা।

জ) আন্তর্জাতিক ঃ

১। মানুষে মানুষে ঐক্য, মৈত্রী, সৌহার্দ তথা সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে এক ও অখন্ড বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা।

২। ইসলামের উদারনীতিতে শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যকর পরিবেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের স্ব স্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ও অধিকার সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একটি সুসংহত জাতিতে পরিণত করা।

৩। মানব জীবনের সকল সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপন এবং ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা, সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি করা এবং কল্যাণকামী আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো মূলত একটি গবেষণা কর্মের ফলাফল। সেজন্য ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার যে সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে তা গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে লিখিত হয়েছে।

ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে সব দিকে বিদ্যমান রয়েছে; যা সময়ের পরিক্রমায় শিক্ষার সার্বজনীন শাশ্বত অকৃত্রিম ও মৌলিক লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত।

(সমাপ্ত)